দৈনিক বাংলা

তারিখ 22 JAN 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

000016

পাঠাগার ও পাঠাভ্যাস

গত রোববার দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক পত্রে কিশোরগঞ্জের তাড়াইল উপজেলায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আবেদন জানিয়েছেন দুই ব্যক্তি। প্রতিদিনের সংবাদপত্রের পাতায় নানা ধরনের অভাব-অভিযোগ, আবেদন-নিবেদন প্রকাশিত হয়। কোথাও বিদ্যুৎ নেই, কোথাও টেলিফোন খারাপ, কোথাও মাস্তানদের দৌরাত্ম্য, কোথাও রাস্তাঘাটের সংস্কার প্রয়োজন, কোথাও চাই সেতু। এইসব অভাব-অভিযোগের পাশাপাশি যখন পাঠাগার প্রতিষ্ঠার আবেদন জানানো হয়, তখন তাকে নিশ্চয়ই ব্যতিক্রমী বলে অভিহিত করা যায়।

দেশের সর্বত্র পাঠাগার নেই। সর্বত্র কেন বলি, প্রায় সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে যথাযথ পাঠাগারের সংকট রয়েছে। পাঠাগার এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার কথাবার্তা কখনও কখনও শোনা যায় বটে, কিন্তু তা তেমন কোন জোর পেয়েছে বলে মনে হয় না। প্রাচীন যা কিছু পাঠাগার দেশে ছিল, তাও অনেকাংশে ধ্বংসের সম্মুখীন। অর্থের অভাবে, কখনও কখনও সংরক্ষণ ব্যবস্থার অভাবে এসব পাঠাগার বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি জাতির যদি পাঠাভ্যাস না থাকে, যদি আধুনিক জীবন-যাপন, শিল্প-সাহিত্য, প্রযুক্তি, অর্থনীতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকে তাহলে সে জাতির বিকাশ রুদ্ধ হতে বাধ্য। আর পাঠাভ্যাস না থাকলে শিক্ষার বিস্তারও অসম্ভব। আগের দিনে গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলোর পাঠাগারও যতটুকু সমৃদ্ধ ছিল এবং পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকদের যে উদ্যোগ ছিল, তা বলতে গেলে বিলুপ্ত প্রায়। যেসব স্কুলে আগে সমৃদ্ধ পাঠাগার ছিল, সেসব স্কুলেও এখন তা নেই। ফলে শিক্ষা ও জ্ঞানের বিস্তার যেমন সীমিত হয়ে পড়ছে, তেমনি তরুণ সমাজের মধ্যে দেখা দিয়েছে নানা অবক্ষয়।

স্কুল কলেজের পাঠাগারের জন্য সরকারের কিছু বরাদ্দও রয়েছে। তবে তা সত্যি সত্যি পাঠাগারের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা, তারও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা থাকা দরকার।

বই পড়া সত্যি সত্যি অভ্যাসের ব্যাপার। এই অভ্যাস শৈশব-কৈশোর থেকে গড়ে তোলা গেলে তা ভবিষ্যৎ যুবসমাজের জন্য দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণের পথ প্রশস্ত করতে পারে, তেমনি তা জাতির অগ্রগতির পক্ষেও রাখতে পারে মূল্যবান অবদান।

কিন্তু যেখানে পাঠাগারই নেই, সেখানে পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার চিন্তা অর্থহীন। প্রাথমিকভাবে যদি দেশের উপজেলাগুলোতে একটি করে সমৃদ্ধ পাঠাগার গড়ে তোলা যায় এবং উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে তরুণ সমাজে যদি পাঠাভ্যাসের বিস্তার ঘটানো যায়, তাহলে কিছুটা হলেও উপকৃত হতে পারে দেশ ও যুবসমাজ। তবে সম্ভবত প্রতিটি স্কুলে পাঠাগার গড়ে তোলা এবং ছাত্রদের বই পড়ায় উৎসাহী করে তুলতে পারলে উপকার হয় সবচেয়ে বেশি। এ ব্যাপারে শিক্ষকদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা যদি ছাত্রদের পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বই পড়ায় উৎসাহিত করতে পারেন, তাহলে এই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্যও তা কাজে আসবে। আজকের তরুণ সমাজের যে অধঃপাত তার সঙ্গে পাঠাভ্যাসহীনতার একেবারে যোগ নেই, তা বলা যাবে না।

দেশের সমস্যা অনেক। এর প্রায় সকল সমস্যাকেই অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হয়। কৃষি, শিল্প, আমদানী-রফতানী, খাদ্য কিসে সমস্যা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিক্ষার খাতে পাঠাভ্যাস কম বড় সমস্যা নয়। ছাত্ররা পড়ছে, পরীক্ষা দিচ্ছে, পাস করছে, ফেল করে উঠে আসছে হারিয়ে যাচ্ছে। এতেও স্বাভাবিকতা নেই। আমাদের শিক্ষার যে সামগ্রিক সংকট, তা থেকে এই পাঠাভ্যাসহীনতা সম্পর্কচ্যুত নয়। আমরা বিশ্বাস করি, পাঠাগার ও পাঠাভ্যাস গড়ে তোলার ব্যাপারে শিক্ষাবিদ-রাজনীতিবিদসহ সকল মহলকেই উদ্যোগী হতে হবে। তা না হলে জাতির অগ্রগতি যে বাধাগ্রস্ত হবে, এতে সন্দেহের অবকাশ নেই।